লাল-সাদায় জীবনদর্শন, বার্গম্যানের এ্রাইজ অ্যান্ডহুইস্পারস

রজত রায়

Ever since my childhood, I have pictured the soul as a moist membrane in shades of red. Ingmar Bergman. As a recurring dream in Cries-and Whispers I saw four white-clad women whispering in a red room.

বার্গম্যানের ত্রাইজ এ্যান্ড হুইস্পারস্ ১৯৭২-এর ছবি। সুইডেনের মেরিফ্রেড অঞ্চলে, ১৯৭১-এর ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ অক্টোবর, এই মোট ৫২ দিন শ্যুটিং করে তুলে ফেলা হল ৯০ মিনিটের ছবি, যা গোটা পৃথিবীর সুধীজন একটি অনন্য শিল্পকর্ম বলে গ্রহণ করলেন।

মজার বিষয়, সুইশি ছবি Viskningar Och Rop সুইডেনে প্রথম মুক্তি পেল না। স্বনামধন্য ক্যামেরাম্যান স্বেননিকভিস্ট এবং চারজন প্রখ্যাত অভিনেত্রীকে বার্গম্যান জানালেন, তিনি কাউকে পয়সা দিতে পারবেন না। এঁরা সকলেই বিনা পরিশ্রমিকে কাজ করতে রাজি হয়ে গেলেন। শর্ত হল, ছবির খরচ উঠলে এঁরা লভ্যাংশ পাবেন।

ছবির খরচ উঠেছিল এবং দুনিয়া জোড়া বাজার ছবিটি পেয়েছিল। আমেরিকায় একটানা আড়াই মাস চলার পর যখন আর্থিক সংকট মিটে গেল তখন, ১৯৭৩-এর মার্চ ছবিটি বার্গম্যানের স্বদেশে মুক্তি পেল। তারপর ধীরে ধীরে ছবিটি ছড়িয়ে পড়ল। প্রায় প্রত্যেকটি দেশে। আপাতদৃষ্টিতে নীরস এরং জটিল এই ছবিটি গোটা পৃথিবীর সব দেশের সংবেদনশীল দর্শকসমাজের দ্বারা বন্দিত হল। ছবিটি যে শুধু জনপ্রিয়তা পেল তা নয়, সমালোচকদের কাছে থেকেও আন্তর্জাতিক মর্যাদার গোটা দশেক পুরস্কার অর্জন করল।
ছবিটি তোলবার আগে চার নায়িকা, ক্যামেরাম্যান এবং অন্যান্য কলাকুশলীদের প্রত্যেককে বার্গম্যান একটি দীর্ঘ, প্রায় পঞ্চম পৃষ্ঠার চিঠি লিখলেন। (পরবর্তীকালে এই চিঠিটাই চিত্রনাট্যের কাঠামো হিসেবে কাজ করল)। সেই চিঠিতে বার্গম্যান জানালেন, তিনি ইদানীং মাঝে মাঝেই একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছেন, দেখছেন নির্জন প্রান্তরে এক বিশাল জমিদার বাড়ি ---সেই বাড়ির সামনে বিশাল বাগান, আর বাড়িটির ভিতরের ঘরগুলোর দেওয়াল আর কার্পেট, সব লাল রঙের। সেই লাল রঙের ঘরে একশো বছরের পুরোনো আমলের সাদা রঙের গাউন পরে চারটি মহিলা ঘুলে বেড়ায়। তারা কথাবার্তা বলে ফিসফিস করে, তাদের কোনো কথাই শোনা যায় না। এই বিষয়টাকে নিয়েই তিনি ছবি তুলতে চাইলেন যার নাম হয়ে গেল কান্না আর ফিস্‌ফিসানি ---- ত্রাইজ অ্যান্ডহুইস্পারস্। কার কান্না ? কেন কান্না ? কে ফিসফিস করে কথা বলছে ? এই সমস্যা নিয়েই ঈশ্বর - সন্ধানী বার্গম্যান একটি দার্শনিক বিষয়বস্তু পেয়ে গেলেন। একটি ঠাস বুনোটের মেলোড্রামার ভিতরে গভীর জীবন জিজ্ঞাসা। সাহিত্য নাটক আর চলচ্চিত্রের এক সার্থক যুগলবন্দী !

অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি পুরোনো বাড়িতে, বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় সময়টা এই ছবির ঘটনাকাল। তখনও সুইডেনে বিদ্যুতের আলোর চল হয়নি। সন্ধ্যাবেলায় চরিত্রগুলি ঘরের মধ্যে হাঁটাচলা করে মোমবাতি হাতে নিয়ে। বিশাল প্রাসাদের একটি ঘরে থাকে বড় বোন অ্যাগনেস (হ্যারিয়েট এন্ডারসন)। সাঁইত্রিস বছরের অবিবাহিতা এই মেয়েটি ক্যান্সার রোগে ভুগে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। তার ছোট দুই বোন মারিয়া (লিভ উলম্যান) এবং কারিনা (ইনগ্রিড থুলিন) দিদিকে দেখতে এসেছে । কিন্তু দিদির প্রতি তাদের কোনো মমতা নেই, তারা আছে তাদেরি নিজেদের আত্মকেন্দ্রিক জীবন ও স্বার্থপর চিন্তাভাবনা নিয়ে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে তাদের বিকৃত এবং অবদমিত যৌনবাসনা।

উপকথা বা ফেবল - এর মতো এই গল্পের চারটি নারী চরিত্রকে বলা চলে এক একটি আর্কিটাইপ। বড় বোন অ্যাগনেস সরলতার প্রতীক --- সে মৃত্যু - যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। মেজ বোন মারিয়াকে বলা চলে এক নষ্ট বালিকা। বার্গম্যানের নিজের ভাষায় - মারিয়া নিজের সৌন্দর্য এবং শারীরিক সুখ ছাড়া আর কিছু বোঝেনা। পারিবারিক চিকিৎসক(এরল্যান্ড যোসেফসন) যখন অ্যাগনেসকে দেখতে আসেন, তখন মারিয়া ধূর্তভাবে তাকে যৌন - উত্তেজনার প্ররোচনা দেয়। ঠিক তখনই একটি ফ্ল্যাশ ব্যাক দৃশ্যে দেখা যায় এর আগেও ডাক্তারটি যখন মারিয়ার সন্তানদের চিকিৎসা করতে এ বাড়িতে এসেছিলেন, সেদিনও মারিয়া ঠিক একই অপকর্ম করেছিল। নিকভিস্টের ক্যামেরা খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে নৈশভোজনরত ডাক্তারের মুখ এবং প্ররোচক - হাসিমাখা মারিয়ার মুখটি দেখায়। অবৈধ যৌনাচারের শেষে মারিয়া মন্তব্য করে, আমাকে ক্ষমা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

ঠিক পরের দৃশ্যেই আমরা দেখতে পাই --- অবশ্য দৃশ্যটা বাস্তব সত্য, নাকি ইচ্ছা পূরণের কল্পনা, তা নিয়ে দর্শকের মনে একটা খটকা থেকেই যায়--- মারিয়ার চোখে পড়ে যে তার স্বামী স্ত্রীর অনৈতিকতার জন্য নিজের বুকে ছুরিবসিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। মারিয়া ভাবলেশহীনমুখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে সেই দৃশ্য দেখে। তারপর তার চোখেমুখে একটা হালকা হাসি ছড়িয়ে পড়ে। তার নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা রীতিমতো ভীতিপ্রদ।

আর ছোটবোন কারিন এক ধনী প্রৌঢ় ব্যাক্তির স্ত্রী। সে আদর্শ গৃহিণীর কপট অভিনয় করতে থাকে। কিন্তু তার অন্তরে রয়েছে স্বামীর প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং গোটা জগৎ সংসারের প্রতি ক্রোধ ও বিদ্বেষ। কারিনের চরিত্রটি মারিয়ার চরিত্রের চাইতে অনেক বেশি জটিল। সেও অন্য পুযের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, কিন্তু সেটি করতে গিয়ে সে ভয় পায়। যখন জমিদার বাড়িতে অভিজাত নৈশভোজের শেষে তার স্বামী ঘোষণা করেন যে শোবার ঘরে যাওয়া যেতে পারে, তখন বিচলিত কারিনের হাতে ধরা মদের গ্লাস থেকে লাল টুকটুকে মদ ধবধবে সাদা টেবিল-ক্লথের উপর রক্তের মতো ছলকে পড়ে। গ্লাসের ভাঙা এক টুকরো কাচ হাতে নিয়ে কারিন শোবার ঘরে প্রবেশ করে এবং পোশাক ছেড়ে ফেলার পর সেই কাচের টুকরোটি দিয়ে নিজের যোনিদেশকে ক্ষতবিক্ষত করে। যখন তার স্বামী ঘরে প্রবেশ করেন তখন সে রক্তমাখা মুখে ভয়াবহ হাসি হাসতে তাকে। পরে অবশ্য মনে হয় যে এই দৃশটি বোধহয় পুরোপুরি কাল্পনিক। তবুও ভয়ংকর এই দৃশ্যটির তাৎপর্য কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলা যায় না।

এই দুই বৈষয়িক, আত্মকেন্দ্রিক এবং শিথিল চরিত্রের বিবাহিতা নারীর বিপরীতে আছে আর এক জোড়া নারী চরিত্র—তারা সরলতা, সহিষ্ণুতা, পবিত্রতা আর ভালোবাসার প্রতীক। প্রথমজন তীব্র যন্ত্রণাকাতর মৃত্যুপথযাত্রী অ্যাগনেস। আর দ্বিতীয়জন তার পরিচারিকা আন্না (কারি সিলভ্যান)। স্বাস্থ্যবতী এবং দীর্ঘদেহী এই রমণীর সন্তানটি মারা গেছে । সে তার মালিকানী অ্যাগনেসকে সেবা যত্ন করে অন্তর দিয়ে । ঈশ্বরের প্রতি তার প্রগাঢ় আস্থা। উন্মুক্তবক্ষে সে তার মুমূর্ষু মালিকানীর মুখটিকে তার কোলের উপর শুইয়ে দেয়, যেন সে তার মৃত সন্তানকে কোলে নিয়ে আছে। এই আন্নার চরিত্রটি মাতা বসুন্ধরার আর্কিটাইপ।

বিপরীতধর্মী দুই জোড়া নারী, প্রত্যেকেই জীবনের অর্থ খুঁজে বেড়াচ্ছে। বার্গম্যানও খুঁজেছেন জীরন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, ভোগ ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে, ঈশ্বরেরর অস্তিত্ব অথবা অনস্তিত্বকে। অ্যাগনেস যখন মারা যায় এবং যাজক এসে শবদেহ কবরে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তখন তিনি মৃত অ্যাগনেসের উদ্দেশে বলতে থাকেন—— যদি এমন হয়যে তুমি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেলে, তাহলে তুমি আমাদের হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রর্থনা কোরো। প্রার্থনা কোরো, ঈশ্বরকে বোলো, তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন। যদি সত্যিই ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা হয়, তাহলে তাঁকে তুমি অনুরোধ কোরো আমাদের মুক্তি দিতে—আমাদের যন্ত্রণা আমাদের উদ্বেগ, আমাদের ক্লান্তি এবং আমাদের সন্দেহ থেকে তিনি যেন আমাদের মুক্তি দেন। তাঁকে বোলো তিনি যেন আমাদের বেঁচে থাকার একটা সার্থকতা খুঁজে দেন।

চারটি চরিত্রই গঠিত হয়েছে বিগত দিনের পটভূমিতে এবং বার্গম্যানের মায়ের চরিত্রের কিছু কিছু অংশ এই চারটি নারী চারিত্রের মধ্যেই কিছুটা করে বন্টন করে দেওয়া হয়েছে। অ্যাগনেসের মধ্যে বার্গম্যান তাঁর মার যৌবনের দিনগুলিকে খুঁজে পেয়েছেন ফ্ল্যাসব্যাকে মায়ের কিছু কিছু দৃশ্য দেখানো হয়েছে, যাতে মায়ের চরিত্রেও দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেছেন লিভ উলম্যান। অ্যাগনেস নিজে কখনও মায়ের ভালোবাসা পায়নি। মা ও তার প্রতি ছিলেন কিছুটা নিরাসক্ত, শীতল এবং কঠোর। তবুও মৃত্যুর আগে অ্যাগনেস তার ডায়েরিতে লিখে যাচ্ছে——আমি মাকে ভালবাসতাম না। কেননা মা ছিলেন নম্র, সুন্দর এবং সজীব।....এখন যখন আমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে, মাকে আমি আরও ভাল করে বুঝতে পারি। তাঁকে আমার আবার দেখতে ইচ্ছে হয় এবং তার সম্বন্ধে আমি নতুন করে যা ভেবেছি তা বলতে ইচ্ছে হয়। অ্যাগনেসের এই ডায়েরিটি তার মৃত্যুর পর পরিচারিকা আন্না যখন পড়ে শোনায়, তখন পর্দার গায়ে অ্যাগনেসের মায়ের কিছু কিছু ভিস্যুয়ালস ফুটে ওঠে। এই ফ্ল্যাশব্যাক শটগুলির দশ্যগত সৌন্দর্য অসাধারণ। তিন বোন আন্নার ডায়েরি পড়া শুনতে শুনতে ঘর ছেড়ে বাইরের বাগনে চলে আসে।

আমারা দেখতে পাই, এই চার মহিলার পরনেই ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বেতশুভ্র গাউন। ছবিটি শু হয়েছিল পার্কের ঘন সবুজ দৃশ্য দিয়ে, তারপর ক্যামেরা গৃহের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে, যেখানে লাল দেওয়াল, লাল কার্পেট। কিন্তু দরজা জানালার সমস্ত সাদা পর্দা ভেদ করে ঘরের ভিতর যে সূর্যের আলো প্রবেশ করে তার রঙ ও সাদা। লাল ঘরে সাদা আলো, লাল কার্পেটের উপর দিয়ে শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা নারী।

বার্গম্যানের দর্শন কাজ করে চলে। বার্গম্যান মানুষের আত্মার চেহারাকে দেখতে পান লাল রঙের ঝিল্লির মধ্য দিয়ে। আর সাদা পোশাকের নারীরা ফিস্‌ফিস্ করে যে কথা বলে সে কিসের প্রতীক ? সে কি ঈশ্বরের অনুসন্ধান ? বার্গম্যান নিশ্চিত নন। শুধু স্বপ্নে দেখা তাঁর চারটি নারীচরিত্র কাঁদে আর ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলে। আর আমারা দর্শকরা, যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অথবা অনস্তিত্ব নিয়ে ততটা বিচলিত নই, তারাও মুগ্ধ হয়ে যাই বার্গম্যানের দার্শনিক জীবনজিজ্ঞাসার অসাধারণ শৈল্পিক প্রকাশ দেখে।

চিরায়ত এই ছবিটিতে শোপ্যাঁ আর বাখ্ - এর মার্গ সংগীতের অংশ ব্যবহার করা হয়েছিল অনন্য নিপুণতার সঙ্গে। আর স্বেন নিকবিষ্টের ক্যামেরা ? সে তো এক অপার্থিব জগতের পরিবেশ রচনা করেছিল আলোর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার করে। (উল্লেখ করা যেতে পারে এই ছবির আলোকচিত্রের জন্য স্বেন নিকভিস্টকে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৩ এ আমেরিকা থেকে শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফির জন্য দুটি পুরস্কার দেওয়া হয়, যথাক্রমে ন্যাশনাল সোসাইটি অফ ফিল্ম ক্রিটিকস্ এবং অ্যাকাডেমি থেকে)।

নিকভিস্টকে নিয়ে আলোকচিত্রের কাজ করার কথা বলতে গিয়ে বর্গম্যান তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন,——আমরা দুজনেই আলোর সমস্যা নিয়ে প্রচুর ভাবনা চিন্তা করতাম। নম্র আলো, বিপজ্জনক আলো, স্বপ্নের মতো আলো, জ্যান্ত আলো, মৃত আলো, পরিস্কার আলো, কুয়াশাচ্ছন্ন আলো, উষ্ণ আলো, হিংস্র আলো, উন্মুক্ত আলো, হঠাৎ আলো, অন্ধকারের আলো, ঝরনার মতো আলো, উল্কার মতো আলো, ঋজু আলো, তির্যক আলো, ইন্দ্রিয়পরায়ণ আলো, অবদমিত আলো, সীমাবদ্ধ আলো, বিষাক্ত আলো, ধূসর আলো। এককথায়, আলো।

ত্রাইজ অ্যান্ড হুইস্পারস্ বাগ্‌ম্যানের অন্যতম শ্রেষ্ঠছবি, সম্ভবত প্রথম তিনের মধ্যেই এর স্থান। চিরায়ত এই চলচ্চিত্রটিকে একটি নিটোল নিবন্ধও বলা যেতে পারে। অন্তত বর্তমান সমালোচকের মতো একজন অজ্ঞেয়বাদী মানুষও এই ছবিটি দেখে একটি সুন্দর দার্শনিক প্রবন্ধপাঠের তৃপ্তি পেয়েছেন।

মেলোড্রামাকে কিভাবে সার্থক ফিল্মের চেহারা দেওয়া যায়। এ বিষয়ে ত্রাইজ এ্যান্ড্ড ইস্পারস্ একটি চমৎকার নিদর্শন। নাটক আর চলচ্চিত্র এই দুই জগতেই বার্গম্যানের সমান দক্ষতা আর প্রতিজ্ঞা ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে।মেলোড্রামাকে ফিল্মের ভাষায় রূপান্তরিত করতে বার্গম্যান যে রীতিটি অবলম্বন করেছেন তা

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতেযথেষ্ট সরল। কিছু কিছু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কয়েকটি ফ্ল্যাশ ব্যাক দৃশ্যের অবতারণা করেই তিনি তাঁর বাঞ্ছিত ফললাভ করতে পেরেছেন। ফিল্মের ভাষার দিক থেকেও এই ছবিতে একেবারে মাস্টার ত্রাফটসম্যানের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু লাল আর সাদা রঙ ব্যাবহার করে যিনি জটিল জীবনজিজ্ঞাসাকে তুলে ধরতে পারেন সেই অনন্য চলচ্চিত্রকার ইংগমার বার্গম্যান ঝি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

পরিচয় লিপি ঃ
প্রযোজনা ঃ সিনেমাটোগ্রাফ ঙ্গ সুইডিস ফিল্ম ইন্সিটিটিউট। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ ইংগমার বার্গম্যান। আলোকচিত্র ঃ স্বেন নিকভিস্ট।
শিল্প নির্দেশনা ঃ মারিক ভস । সংগীত ঃ শোপ্যাঁর মাজংরকা (এ মাইনর)., বাখ-এর সারাবান্দে নং ৫ (ডি মাইনর)। শব্দগ্রহন ঃ ওয়ে স্বেনসন।
মিক্সিং ঃ স্বেন ফালেন এবং ওয়ে স্বেনসন। পোশাক-আশাক ঃ গ্রেটা জোহানসন। প্রোডাকশন ম্যানেজার ঃ লাস-ওয়ে কার্লবার্গ। লোকেশন ম্যানেজার ঃ হ্যানস্ রেনবার্গ।
সম্পাদক ঃ সির লুন্ডগ্রেন। ধারাবাহিকতা ঃ ক্যাথেরিনা ফরাগো।
অভিনয়ে ঃ হ্যারিয়েট অ্যান্ডারসন, কারি সিলভান, ইনগ্রিড থুলিন, লিভ উলম্যান (দ্বৈত ভূমিকায়), এরল্যান্ড গোসেফসন, হেনিং মরিটজেন, জর্জ আর্লিন, অ্যান্ডার্স এক, লিন উলম্যান, রোজানা মারিয়ানো, লেনা বার্গম্যান, কোনিকা প্রিয়েড, গ্রেটা জোহানসন এবং কারিন জোহানসন।

ছবির দৈর্ঘ্য ঃ ৯০ মিনিট। ইস্ট্ম্যানকালার । ছবির লোকেশন ঃ সুইডেনের মেরিফ্রেড অঞ্চল। ছবির শ্যুটিং হয়েছে ঃ ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ অক্টোবর, ১৯৭১। প্রথম মুক্তি ঃ ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭২ (নিউ ইয়র্ক শহরে)। সুইডেনে প্রথম মুক্তি ঃ ৫ মার্চ ১৯৭৩।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com